সেই বজ্রকণ্ঠ

মাহমুদা রুনু

আমি কি পেতাম এই স্বস্থির বাতাস ?
মাছরাঙ্গার ঠোটে পলাশের কুড়ি,
খিরকির গরাদ ভেদে –
প্রথম আলোর নিস্পাপ পরশ,
জলের তরঙ্গে জালের খেলায়
রুপোলি ইলিশের ঝটপট ।
দিনান্তের বিলাস বৈভব ।

যদি একজন শ্রেষ্ট বাঙ্গালীর বজ্রকণ্ঠ
আকাশের বক্ষ ভেদী
পৌছে না যেত সেইখানে
যেখান থেকে আসে অযুত মেধা, অসীম শক্তি ।

আমি কি পেতাম একটি ফুলকে ?
যে শাশ্বত সুবাস
অস্থিত্বের নিগুঢ়ে,
নদীর কলতানে ,
সাগরের গর্জনে মন্থনে,
সাফল্যের প্রতিটি পরতে পরতে,
অতীত ভবিষ্যত
আর বর্তমানের কষ্ঠিপাথরে ।

যদি না––
সমুদ্রের স্রোতের মতো মানুষ
আত্মশক্তির বিশ্বাসে,
হিমাচলের প্রবলতায়,
মুক্তির সংগ্রামে মরনপণ শপথে
বজ্রকণ্ঠের ঐশ্বরিক আহ্বানে
ঝাপিয়ে পড়তো ।

আমি অজ্ঞ দৃষ্টিহীন বধির
দেখতে পাইনা শুনতে পাইনা বুঝতেও পারিনা ।
খুজতে থাকি
স্বাধীনতা,
আমার ভাইয়ের লাশ,
বধুজায়াভগিনীর সম্ভ্রম ।

বিশ্বাসের প্রগাঢ় আশ্বাস বুকে বেধে
খুজতে থাকি সেই বজ্রকণ্ঠ ।
সেই বজ্রকণ্ঠ ––
আকাশের বক্ষভেদী একদিন
আনবেই অযুত মেধা, অসীম শক্তি
আনবেই স্বাধীনতার মুক্তি
যার দেখা মেলেনি আজও।

২৬ মার্চ ২০০৯